গোড়ায় গলদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
প্রিয়বন্ধুবরেষু

নাটকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী	
চন্দ্রকান্ত	
নলিনাক্ষ	
নিমাই	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
নিবারণ	চন্দ্রকান্তের প্রতিবেশী
শিবচরণ	নিমাইয়ের পিতা
কমলমুখী	নিবারণের পালিতা কন্যা
ইন্দুমতী	নিবারণের কন্যা
ক্ষান্তমণি	চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, বিনদা, সত্যি বলো-না ভাই, জগৎটা কি বেবাক শূন্য মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! তোমার হয় না নাকি! আমাদের তো হয়।

চন্দ্রকান্ত। তবু কী রকমটা হয় শুনিই-না।

নলিনাক্ষ। বুঝতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য— যেন ফাঁকা— যেন মরুভূমি—

চন্দ্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐরকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদবিহারী। বড্ড বেজার করলে যে হে! কে বলছে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীসুদ্ধ এতগুলো গোরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্‌খানে। জগতে গোরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গোরুরও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিনু। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদবিহারী। কিছু না, কিছু না। দেখো-না, দুটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থ-কুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্তক্ষণ কেবল বক্‌বক্ করছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য।

নলিনাক্ষ। ঠিক। না আছে অর্থ, না আছে কিছু।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ভাই নলিন, রাগ করিস নে, এ-সব কথা বিনদার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিস নে। বিনু যখন বলে জগৎটা শূন্য— তখন দেখতে দেখতে চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সুখ আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সুর লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলিনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ বুঝতে পারে না—

বিনোদবিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না— একটু চুপ করো তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা-কিছু করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষুধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক— নইলে শরীরে যা-কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেখি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

বিনোদবিহারী। হাঃ— গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন।

চন্দ্রকান্ত। তবে ক্লাবে চলো।

বিনোদবিহারী। রাম! কেবল কতকগুলো মনুষ্যমূর্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্রকান্ত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো আমরা বোষ্টম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি— দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আর-একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে—

বিনোদবিহারী। কী বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। যেমন আছি এমনিই বসে থাকি।

বিনোদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসে নি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক। দেখো দেখি চন্দর, একে কি বেঁচে থাকা বলে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি, আর সেই পটলডাঙার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্রামের ঘড়ঘড় শুনছি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশি রবিবার আসে না, তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বর্ষার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। অ্যাঁ! একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছটফটানি—

চন্দ্রকান্ত। এমন-কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ— এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, ঐ কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না। কেবল এই শুকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বৎসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম— কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি— মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘরকরনা করছি— হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাঁচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনোদবিহারী। চমৎকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্ছে। যে-সব নীল চোখ কোনো জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুহু শব্দে আমাদের জন্য অশ্রুবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মালুম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স আষ্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম।

নলিনাক্ষ। চললুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গল্প জমে না— চন্দর ছাড়া আর কারও সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না।— "ভালোবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব, পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাসে না!"

[দ্রুত প্রস্থান

বিনোদবিহারী। এই দেখো রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল, এই এক রোম্যান্স! পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল যা বল সবই জুটল, কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে

চন্দ্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘ ঈ'র জন্যে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনসে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। যা রোজ হয় তাই হচ্ছে।

নিমাই। সেন্টিমেন্টাল আলোচনা। তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়— জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাই— যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনোদবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন সুস্থ আছে— মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণীগুলোকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে একটা ঢেউ উঠল অমনি কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোখের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, সকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে— এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূর গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে। বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবকযুবতীদের তেমনি ঐ একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারও বা খুব উৎকট, কারও বা একটু মৃদু রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীনে আসবে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে, "আচ্ছা, তাকে কি তোমার সর্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে বেশি ভালোবাসা বোধ হয়, না দূরে গেলে ? তাকে দেখতে আস না দেখা দিতে আস ?" এই-সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষুধ আনতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— "হৃদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

বিনোদবিহারী। আবার প্রশংসাপত্র বেরোবে— কেউ লিখবে— "আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতেছিলাম— নানারূপ চিকিৎসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্‌বিখ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যালুপেয়েব্লে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি—"

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি, আমাদের তামাকটা পানটা, এমন-কি, সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্রকান্ত। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভুতো— আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা— আচ্ছা ভাই বিনু, মেয়েমানুষের কথা যে বলছিলে কী রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী আমাকে বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়— পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মতো এ দিকে বেশ নির্মল কিন্তু কখন রোদ উঠবে, কখন মেঘ করবে, কখন বৃষ্টি হবে, কখন বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃপিতামহও ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি— যে কোনোকালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে খুলে আসছে— কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ— তা ছাড়া যেখানে খুলে দেখ সেই এক কথা— "কমলিনী অতি সুবোধ মেয়ে, সে ঘরকন্নায় কদাচ আলস্য করে না ; সে প্রত্যুষে উঠিয়াই গৃহমার্জন এবং গোময়লেপন করে ; যথাসময়ে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয় ; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু-গামছা ঠিক করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয় !" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেমন— রোজ এক-এক পাতা ওলটাবে আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোময় লেপন করলে, একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে— পূর্বাহ্নে কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে যেন হল— আর চেহারাটা কী রকম হবে।

বিনোদবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল— অস্তিত্বটুকু কেবল নামমাত্র— অথচ ঐটুকুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা— কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাসি, কত বজ্রতেজ !

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যর মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে ; অমনি, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে— কিন্তু ভাই, পদ্য নয় সে গদ্য— বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেন নি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন— এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মানুষ, ওর মুখে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অনুষ্টুভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সামলাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পদ্য জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল ; এক লাইন পদ্য আর এক লাইন গদ্যে কখনো মিল হয় ?

চন্দ্রকান্ত। সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিস নিমাই, ভিতরে যে কিছু পদ্য নেই তা বলতে পারি নে। আমি যাকে বলে, চম্পূকাব্য। গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়ু-উড়ু করে— এমন-কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি— আহা, এই সময় প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে, একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে, একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দু-চার কথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।

নিমাই। দেখো বিনোদ, তোমাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে আমাদের ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়েমানুষ যদি বড্ড বেশি জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনোই পোষায় না। দু-জন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্ব্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েছে স্ত্রীটি ঠিক তেমনি হওয়া চাই— এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিংবা স্থিতিশীল, কিংবা যা বল।

চন্দ্রকান্ত। তা বটে। মনে করো তোমার জামাটাও যদি জ্যান্ত হত, প্রতি কথায় দু-জনে আপস করতে করতেই দিন যেত, ফস করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে প'রে ফেলবে তার জো থাকত না। তুমি যখন বোতাম আঁটতে চাও সে হয়তো তার গর্তগুলো প্রাণপণে এঁটে বসে রইল। তোমার নেমন্তন্ন আছে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, তোমার শাল অভিমান করে বসে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁর আর ভাঁজ খোলে না।

নিমাই। সেই কথাই বলছি। দেখিস, আমি যাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে মুখ তুলবে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শুনতে কানে দুরবীন কষতে হবে। যা হোক বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো। সর্বদা তুমি যে মনটা বিগড়ে বসে রয়েছ সে কেবল গৃহলক্ষ্মীর অভাবে। পূর্বকালে সে ছিল ভালো, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত— একেবারে শিশুকালেই প্রেমরোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্রকান্ত। আমিও বিনুকে এক-একবার সে কথা বলেছি। একটি স্ত্রী সহস্র দুশ্চিন্তার জায়গা জুড়ে বসে থাকেন— বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা অন্যান্য ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদবিহারী। ঐ শোনো, সেই গান হচ্ছে।

নিমাই। কার গান হে।

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না; পরে পরিচয় দেব।

গান

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। চলো— যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে

চন্দ্রকান্ত। বল কী!

বিনোদবিহারী। একটা তো কিছু করা চাই। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না। বিয়ে করে আসা যাক গে। অমনতরো গান শুনলে মানুষ খামকা সকলরকম দুঃসাহসিক কাজই করে ফেলতে পারে।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনো তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমাদের মতো তো আর বাপমায়ে দু হাতে, চোখ-কান বুজে, ধরে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।

বিনোদবিহারী। না, আমি তাকে দেখতে চাই নে। মনে করো আমি কেবল ঐ গানকেই বিয়ে করছি। গান তো দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্রকান্ত। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। কেবল গান বিয়ে করতে চাস তো একটা আর্গিন কেন্-না? এ-যে ভাই মানুষ, বড়ো সহজ জন্তু নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচকথা শুনিয়ে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে দু রকম বিপরীত সুর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আস্ত স্ত্রীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদবিহারী। না ভাই, আসল রত্নটুকুর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ-কান বুজে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার ভেবে দেখো দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকাল-সন্ধে দটি-একটি করে তেমন-তেমন মিষ্টি সুর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক-একটা দিন এক-এক পাত্র মদের মতো এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চন্দ্রকান্ত। এখন বুঝি কেবল মুখ সিটকে চিরেতা খাচ্ছিস?

বিনোদবিহারী। তা নয় তো কী। তুমি যে দেখে নিতে বলছ, দেখব কাকে। মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে। তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি— চক্ষু বুজে দান তুলে নাও, তার পর হয় রাজা নয় ফকির— একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মতো মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও এক সাত হাত হয়ে ওঠে— ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়, একেবারে আঠারো-আনা কবিত্ব করে নিলে হে! না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি কিন্তু তার মধ্যে এমনতরো নেশা ছিল না। এ যে একেবারে দেখতে-না-দেখতে এক মুহূর্তে ভোঁ হয়ে উঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভালো। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিংবা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্যবাবু আর নিবারণবাবু পরমবন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণবাবু লোকটি কিছু নতুন ধরনের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেমনি কাঁচাপাকা স্বভাবের মানুষটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, শুনেছি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে। বিনু যখন মুখনাড়া খাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না। মনে করো, আমার গৃহিণী যখন উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হন তখন প্রায়ই তাঁর দুটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়, কিন্তু—

নিমাই। যাই হোক, একবার দেখে আসতে হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। খেপেছ নিমাই! সে তো আর কচি মেয়ে নয় যে, কটি দাঁত উঠেছে গুনতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা, একটা বাজি রাখা যাক। কী রকম তাকে দেখতে। গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠেছে— রঙ গৌরবর্ণ, পাতলা শরীর, চোখ দুটি খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মুখে বাধে না। চুল খুব যে বড়ো তা নয় কিন্তু কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চার দিকে পড়েছে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বলছি সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর সুগম্ভীর ভাব, বড়ো বড়ো স্থির চক্ষু, বেশি কথা কইতে ভালোবাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে— খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, আমি বলব? রঙটি দুধে-আলতায়; সর্বদা প্রফুল্ল; অন্যের ঠাট্টায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাট্টা করতে পারে না; সরল অথচ বুদ্ধির অভাব নেই — একটু সামান্য আঘাতে মুখখানি ম্লান হয়ে আসে— যেমন অল্প উচ্ছ্বাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়— ঠিক যাকে চঞ্চল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল আছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকান্ত। মাইরি বলছি, না। আমার কি আর আশেপাশে দেখবার জো আছে। আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি-সীলমোহর করা, অন হার ম্যাজেস্টিস সর্ভিস! তবে শুনেছি বটে দেখতে

ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে।

চন্দ্রকান্ত। এ কিন্তু বড়ো মজা হচ্ছে ভাই— আমার লাগছে বেশ। সত্যি সত্যি একটা গুরুতর যে কিছু হচ্ছে তা মনেই হচ্ছে না। বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় তো এইরকম বিয়েই ভালো। নইলে, ও যে গম্ভীরভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালি দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছিচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারি নে। তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা পরে আসি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল।

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী।

ক্ষান্তমণি। নাথ, একটু বসো, তোমার ঐ মুখচন্দ্রমা বসে বসে একটু নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্রকান্ত। ব্যাপারটা কী। যাত্রার দল খুলবে নাকি। আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করছি!

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়— কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মুখস্থ করে রাখি—

চন্দ্রকান্ত। ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন— তার কারণই হচ্ছে, পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না।

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে।

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না। (অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া) আমি গদ্য, আমি বেলেস্তারা! [রোদন

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে! ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয়। ভালোবাসা থাকলেই মানুষ অমন কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো, তুমি ঘাটে পদ্মঠাকুরঝিকে বল নি— "আমার এমনি পোড়াকপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না।" আমি কি সে কথা শুনতে গিয়েছিলুম, না, শুনলে রাগ করতুম।

ক্ষান্তমণি। আমি কক্‌খনো পদ্মঠাকুরঝিকে ও কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বলতে পার, আর ঠিক ঐ কথাটিই না হতেও পারে, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বল নি? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বলো।

ক্ষান্তমণি। তা আমি সৌরভীদিদিকে বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। কী বলেছিলে।

ক্ষান্তমণি। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। বলেই ফেলো-না! দেখো, আমি রাগ করব না।

ক্ষান্তমণি। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে সৌরভীদিদি দুঃখু করছিল, তাই আমি কথায় কথায় বলেছিলুম— গয়না কোত্থেকে হবে! হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত শখ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া যেত। তা আমি বলেছিলুম।

চন্দ্রকান্ত। (গম্ভীর মুখে) হাটে-ঘাটে যেখানে-সেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরিব, তোমাকে একখানা গয়না দিতে পাবে না— স্ত্রী ওরকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার পায়ে পড়ি ওরকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মানছি— আমি আর কখনো এমন বলব না।

চন্দ্রকান্ত। মুখে বল আর না বল মনে মনে আছে তো! মনে মনে ভাব তো এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একখানা গয়না চড়ল না— তার চেয়ে যদি মুখুজ্জেদের বড়ো ছেলে কেবলকৃষ্ণের সঙ্গে—

ক্ষান্তমণি। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাট্টা করেও বোলো না, আমার ভালো লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই— আমি জন্ম জন্ম শিবপুজো করেছিলুম তাই তোমার মতো এমন স্বামী পেয়েছি—

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে আমার চাদরখানা দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি চুলগুলো অমন কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই। [চিরুনি ব্রুশ লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না হয় নি— এক দণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী। নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা খোঁজ করো গে— আমি চললুম।

[চিরুনি ব্রুশ ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদবিহারী। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি।

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল। এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে-বেটার আবার পছন্দ কী। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি— অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে! সকল কাজেই তো অভিজ্ঞতা চাই। পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না। আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও— তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর-পাঁচেকের কথা হবে— যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি— আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না, আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুকভঙ্গ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বৈকি। আমি কখনো শুনব না। নিমাই! মা গো, নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে! আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর-একটা কথা আছে— জান তো আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলমুখীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে— তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নে।

শিবচরণ। আমার হাতে দুই-একটি পাত্র আছে, আমিও সন্ধান দেখছি।

নিবারণ। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না— তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকন্না শিখিয়ে ক্রমে তাঁকে মানুষ করে তুলতেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখে-শোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি তো শহরের নাড়ি টিপে ঘুরে বেড়াই, বাড়িতে কেউ নেই— ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এলুম— মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যেস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ-মাথা কাঁচাচুল দেখা যাচ্ছে— হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অযত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল— নইলে, বয়েস এমনিই কী বেশি হয়েছে। যা হোক আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রুগি এখনো মরতে বাকি আছে।

[প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা বুড়ো বুড়ো করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দুমতী। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কিন্তু ওটা কে। ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দুমতী। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর তো এ বাবা ক্রমে পুরোনো ঝরঝরে হয়ে এসেছে, এখন একব্যর বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দু?

ইন্দুমতী। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্-না। তুই তো তোর বাবার মা হয়ে উঠেছিস— এখন একটা কথা বলি, একটু ভালো করে বুঝে দেখ্ দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার তো একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা— এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোনো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য কর্ম শেষ করে যাই।

ইন্দুমতী। তুমি কী বকছ আমি বুঝতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি! তবে বলি শোন্— যে বুড়োটি এসেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কালেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে—

ইন্দুমতী। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবারণ। দূর পাগলী!

ইন্দুমতী। চন্দরবাবুদের বাড়িতে যে তাঁতিনী আসে তার সেই ন্যাংলা ছেলেটা?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দুমতী। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে!

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দুমতী। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নি কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না—

ইন্দুমতী। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি।

ইন্দুমতী। তোমার রোজ বয়স কমে আসছে। আর দেখো, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারও যদি নিমাই কিংবা বলাই বলে ছেলে থাকে তো সে কথা তুলে তোমার নাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্-না বাপু, আদরে থাকবে।

[প্রস্থান

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক! আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদবিহারী। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিতা কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে— মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে।

চন্দ্রকান্ত। আপনি বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি?

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শুনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক! "জ্ঞানরত্নাকর" তো তাঁরই লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা হবে। আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা নয়— সেটা কার বলতে পারি নে। ও বইটার নাম পূর্বে কখনো শুনি নি।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুসুমিকা" দেখেছেন কি।

নিবারণ। "কাননকুসুমিকা"! না, আমি দেখি নি। অবশ্য খুব ভালো বই হবে। নামটি অতি সুললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়ি নি— সেই বাল্যকালে পড়তেম— তখন অবশ্যই "কাননকুসুমিকা" পড়ে থাকব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক, বিনোদবাবুর পুত্রের কথা বলছেন বুঝি? তা তাঁর বয়স কত হল এবং কটি পাস করেছেন?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম·এ· পাস করে বি·এল· পড়ছেন। তাঁর বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মশায়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো— এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! বাংলা দেশে আপনাকে কে না জানে! আপনার রচনা কে না পড়েছে। আপনারা হচ্ছেন ক্ষণজন্মা লোক—

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। বাংলা দেশে মতি হালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা তো সকলের পড়বার মতন নয়।

নিবারণ। মতি হালদার? যাঁর পাঁচালি। হাঁ, তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে। তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যা হোক আপনার বিনয়গুণে বড়ো মুগ্ধ হলেম।

চন্দ্রকান্ত। তা এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মশায়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দুমতী। (অন্তরালে কমলমুখীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেখ্ ভাই, তোর পরম সৌভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বসে রয়েছেন— মেঘের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরোতে পারে কি না, তাই

নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

কমলমুখী। তুই যে বললি বোসেদের বাড়ির নতুন জামাই এসেছে, তাই তো আমি ছুটে দেখতে এলুম।

ইন্দুমতী। সত্যি কথাটা শুনলে আরো বেশি ছুটে আসতিস। যা দেখতে এসেছিলি তার চেয়ে ভালো জিনিস দেখলি তো ভাই! আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কী হবে, এখন নিজের সন্ধান দেখ্।

কমলমুখী। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অন্য কাজ আছে।

[প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। মশায়, অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী। আর-একটু বসুন-না!

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি—

নিবারণ। সে এখনো ঢের সময় আছে। বেলা তো বেশি হয় নি—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি— এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি—

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ঐ যে "কুসুমকানন" না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো—

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুসুমিকা"? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা "প্রবোধলহরী" যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত। "প্রবোধলহরী" তো বিনোদবাবুর—

বিনোদবিহারী। আঃ থামো-না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব— আজ তবে আসি। [প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্যে আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলি নে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দুমতী। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর যে একটি লোক এসেছিল— বদচেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, সে কে।

নিবারণ। তবে তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বাবুটি তো দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্তিকটির মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দুমতী। তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো।

[নিবারণের প্রস্থান

না, সত্যি, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্তিককে এঁর মতন দেখতে হয় তা হলে কার্তিককে ভালো দেখতে, বলতে হবে। মুখে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল— না সত্যি, বেশ হাসিখানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কী, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে যত সব নিমাই নেপাল নিলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যখন মতি হালদারের সঙ্গে বিনোদবাবুর তুলনা করছিলেন তখন সে বিনোদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছিল! আর, বাবা যখন বিনোদবাবুর ছেলের কথা জিজ্ঞাসা

করছিলেন তখন কেমন— আমি কক্‌খনো নিমাই গয়লাকে— সেই বুড়ো ডাক্তারের ছেলেকে বিয়ে করব না। কক্‌খনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরছে!— আজ একবার ক্ষান্তদিদির কাছে যেতে হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কাননকুসুমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলমুখী। আমি ভাই, দরকার বুঝে মত বদলাতে পারি নে।

ইন্দুমতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জন্যে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকখানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানান নি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলমুখী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি যা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারও মনোরঞ্জনের জন্যে আবার ধার-করা মালমসলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই, আর পারব না। এতে যদি কারও পছন্দ না হয় তো সে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্দুমতী। কিন্তু তোর তো সে কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে!

কমলমুখী। আমি তো আর স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন, তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে! বিধাতা কোনো বিষয়ে কারও তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মানুষটিকে পেতুম— কিন্তু তবু তো আপনাকে কম ভালোবাসি নে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দুমতী। তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলমুখী। সেজন্যে নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দুমতী। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাত গুণ বেড়ে যাবে। দেখ্‌ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে— চাই কি, দুটো-একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রকম লাগে কে জানে।

কমলমুখী। মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দুমতী। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলমুখী। সে যখনকার কথা তখন হবে, এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্‌।

ইন্দুমতী। আজ থাক্‌ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানারকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, সে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর তো কিছুই শেখায় নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেকরকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোনো সুবিধে করতে পারছি নে। আমার স্বামী যেরকম চায় সে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মত উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই।

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে। ললিতবাবু হবে বুঝি।

ইন্দুমতী। (স্বগত) নিশ্চয় ললিতবাবু হবে। নাম শুনেই মনে হচ্ছে তাঁর নাম বটে।

ক্ষান্তমণি। কী রকম বলো দেখি। সুন্দর-হ্যানো? পাতলা?

ইন্দুমতী। হাঁ—

ক্ষান্তমণি। চোখে চশমা আছে?

ইন্দুমতী। হাঁ হাঁ, চশমা আছে— আর সকল কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে— দেখে গা জ্বলে যায়।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তার আর সন্দেহ নেই।

ইন্দুমতী। ললিত চাটুজ্জে!

ক্ষান্তমণি। জান না? ঐ কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম·এ· পাস করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দুমতী। ওদের ঘরে স্ত্রীপুত্রপরিবার কেউ নেই নাকি! অমনতরো লক্ষ্মীছাড়ার মতো যেখানে-সেখানে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কী হয়। ওর তো তবু নেই। ললিত আবার বাপকে বলেছে রোজগার না করে সে বিয়ে করবে না। সে কথা যাক। এখন আমাকে একটা পরামর্শ দে না ভাই।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাবু; আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পরে তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

[আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তমণির উচ্চহাস্য

(গম্ভীর ভাবে) ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি এরূপ পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। কোনো পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। যদি দৈবাৎ কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন। যা হোক আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি— এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দুমতী। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আমি তোমাকে সেদিন এত করে দেখিয়ে দিলুম, কিছু মনে নেই?

ক্ষান্তমণি। সে ভাই, আমি ভালো পারি নে।

ইন্দুমতী। সেইজন্যেই তো এত করে মুখস্থ করাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দুমতী। তবে যা বলে দিয়েছি তাই করো। আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দুমতী। ও কী করছ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো। বলো— নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষামত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দুমতী। কোথায় উড়ে যাবে। তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দুমতী। এই দেখো, সব মাটি করলে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো— লুচি! কই লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এসো এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—

চন্দ্রকান্ত। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্দুমতী। ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও! [পলায়ন

পঞ্চম দৃশ্য

পার্শ্বের ঘর

নিমাই আসীন

চাপকান-শামলা-পরা ইন্দুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ

নিমাই। এ কী!

ইন্দুমতী। ছি ছি, আর-একটু হলেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন। আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি। (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ও মা, এ-যে সেই ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্গির দেখে এসো দেখি বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কি না।

নিমাই। (ঈষৎ হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী। ছি ছি! লজ্জায় ললিতবাবুকে ভালো করে দেখে নিতেও পারলুম না। আজ কী করলুম! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ঐ আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়! অন্য কোনো লোক হলে অবস্থা বুঝে চলে যেত। ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে! কেন বাপু, দেখবার জিনিস এখানে কী এমন আছে!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন।

ইন্দুমতী। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না না, ঐ যে তোমার মনিব এদিকে আসছেন। ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয়ই এসেছে।

[প্রস্থান

নিমাই। কী চমৎকার রূপ! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! চোখে মুখে কেমন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব! বা, বা! আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! পুরুষের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ঐটুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি। তবে তো দেখেছ?

নিমাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায়।

নিমাই। মরেছে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বিবাহ আর কেউ করে নি!

নিমাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের। এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে করতে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমানুষ বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে!

চন্দ্রকান্ত। বল কী নিমাই! বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষমানুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা।

নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আরে, আরে, এসো নলিনদা। ভালো তো?

নলিনাক্ষ। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায়।

চন্দ্রকান্ত। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাতত আমার মতো এতবড়ো লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্ছে না। তোমার ভাব দেখে হঠাৎ ভয় হয়, তবে আমি হয়তো বা নেই।

নলিনাক্ষ। আমি বিনোদকে খুঁজছি।

চন্দ্রকান্ত। ইচ্ছা করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও দুটো-একটা কথা কয়ে নিতে পারো। তা চলো, আমরাও তার কাছে যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিমাইয়ের ঘর

নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত

নিমাই। মুখে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, সেইগুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুশকিল তা জানতুম না।

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছুতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও তো বাদ দেবার জো দেখছি নে। (চিন্তা) "আমায়" কে "আমা" বললে কেমন শোনায়?— 'কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে'— আমার কানে তো খারাপ ঠেকছে না। কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর "নী"টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়! পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। "কাদম্বি"— না— কই তেমন আদরের শোনাচ্ছে না তো। "কদম্ব"— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

উহুঁ, ও হচ্ছে না। দ্বিতীয় লাইনটাকে কাবু করি কী করে? "কেমন করে" কথাটাকে তো কমাবার জো নেই— এক "কেমন করিয়া" হয়— কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড়ো সুবিধে হয় না, এক দমে কতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়। ভাষাটা আমাদের বহু পূর্বে তৈরি হয়ে গেছে, কিছুই নিজে বানাবার জো নেই— অথচ ওরই মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে! দূর হোক গে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্— কানে খারাপ না লাগলেই হল। ও পনেরোও যা ষোলোও তা সতেরোও তাই, কানে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুনতে হয়। চোদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিস।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে নিমাই।

নিমাই। আজ্ঞে অ্যানাটমির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি, একজামিন খুব কাছে এসেছে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

নিমাই। কী সর্বনাশ।

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজ্ঞে হাঁ জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির করা হয়েছে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু।

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না একজামিন। বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কী। বউমাকে বাপের

বাড়ি রেখে দেব, তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাস না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হয় না।

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্ছে।

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন! আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি! তুমি কি সাহেব হয়েছ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে। (নিমাই নিরুত্তর) তোমার হল কী। বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কী। আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা। হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে। তোর বাপ-পিতামহ, তোর চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু-পাতা ইংরেজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে! এর শক্তটা কোন্‌খানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি— তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না ময়ূরপংখিও বইতে হবে না, আর বাতি জ্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছি নে।

নিমাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা— একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না।

শিবচরণ। কই বাপু, বিয়ে করতে তো কোনো ভদ্রলোকের ছেলের এতদূর অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাকতে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা তো শোনা আবশ্যক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা, (স্বগত) লোকের কাছে শুনলুম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়— গেরস্থর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে— সেই শুনেই তো আরো আমি ওর বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি করছি।

[প্রস্থান

নিমাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই-যে নিমাই, একা একা বসে রয়েছ! তোমার হল কী বলো দেখি। আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই জো নেই।

নিমাই। আর ভাই, একজামিনের যে তাড়া পড়েছে—

চন্দ্রকান্ত। সেদিন সন্ধেবেলায় ট্রামে করে আসতে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখছ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাস্ট্রনমি ধরেছ। যা হোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছে তো?

নিমাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যেরকম অবস্থা দেখছি একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। তা চলো।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্‌—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না নিমাই। যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

নিমাই। চলো। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল?

ইন্দুমতী। হাঁ ভাই, একরকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কী হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর তো তোমাদের এখান থেকে বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি।

ক্ষান্তমণি। ঐ তো ভাই, ওদের কথা বুঝবে কে। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— কিন্তু তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো! ওঁকে বললুম, তুমি তাদের খবর দাও— উনি বলেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে— বিয়ে করতেই যদি বেবাক খরচ হয়ে যায় তো ঘরকন্না করতে বাকি থাকবে কী— শুনেছ একবার কথা! আবার বলে কী— এ তো আর শুম্ভনিশুম্ভর যুদ্ধ হচ্ছে না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এর জন্যে এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?

ইন্দুমতী। কিছু ধুমধাম নেই, আমার ভাই এ মন উঠছে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে— দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কতবড়ো ব্যাপার তা তাকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ্-না ভাই ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দুমতী। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জমেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

ইন্দুমতী। তবে ঐসঙ্গে এগুলোও ফেলে দিই?

ক্ষান্তমণি। না না, ওগুলো ওঁর মকদ্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মক্কেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে, যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান— আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দুমতী। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অদরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চার দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভুলেও যেতে হয়। বন্ধুরা বই পড়তে নিয়ে যায়, তার পরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছয় তা কিছুই বলবার

জো নেই। এক-একদিন বড়ো আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করে বেড়ান।

ইন্দুমতী। এক কাজ করো-না ভাই। কাউকে দিয়ে বন্ধুদের গাল দিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখাও-না— সেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাকবে— বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করবেন এবং সেই সুযোগে দুটি-পাঁচটি ঝরে যেতেও পারেন।

ক্ষান্তমণি। আঃ, তা হলে তো হাড় জুড়োয়।

ইন্দুমতী। এ-সব কী? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোচ্ছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না—

ক্ষান্তমণি। এই দেখো! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব আছে। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ঐ ভাই, ওরা আসছে— চলো ও-ঘরে পালাই।

[প্রস্থান

বিনোদ চন্দ্রকান্ত নিমাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ও ভূপতির প্রবেশ

বিনোদবিহারী। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলুম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এখন তো কেবল নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক। তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বলো তো হে! কী সাজব আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক সাজতে হবে আর কী। যাতে তিনি একটু প্রফুল্ল থাকেন আজ রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদবিহারী। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল"গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসর যা-কিছু শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে, যা-কিছু আশা-আকাঙক্ষা জন্মেছিল— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু নিচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল— সেগুলিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে—

নলিনাক্ষ। আর আমাদেরও মনে থাকবে না— একেবারে ভুলে যাবে— দেখা করতে এলে বলবে সময় নেই—

চন্দ্রকান্ত। কিংবা মহারানীর হুকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তখন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওর জীবনের মধ্যাহ্নসূর্যটি যখন ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকবেন তখন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিতান্ত খারাপ লাগবে না। কিন্তু দেখ্ বিনোদ, কিছু মনে করিস নে— আরম্ভেতে একটুখানি দমিয়ে দেওয়া ভালো— তা হলে আসল ধাক্কা সামলাবার বেলায় নিতান্ত অসহ্য বোধ হবে না। তখন মনে হবে, চন্দর যতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছু নয়। সে বলেছিল আগুনে ঝলসাবার কথা কিন্তু এ তো কেবলমাত্র উলটে-পালটে তাওয়ায় সেঁকা— তখন কী অনির্বচনীয় আরাম বোধ হবে।

শ্রীপতি। চন্দরদা, ও কী তুমি বকছ! আজ বিয়ের দিনে কি ও-সব কথা শোভা পায়! একে তো

বাজনা নেই, আলো নেই, উলু নেই, শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর বাঁচি নে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও-সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি— এ দিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্রকান্ত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মানুষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ঐ-যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় প্যাঁট প্যাঁট করে বেঁধেন— মন-মাতঙ্গকে অঙ্কুশের মতো গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।— বিনুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোনো সম্পর্কই নেই— এবার থেকে ঘড়ির ঐ চন্দ্রবদনে নানারকম ভাব দেখতে পাবেন— কখনো প্রসন্ন কখনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন। এমন করলে তো চলবে না।

শ্রীপতি। সত্যি, বিনু যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষমানুষে জটলা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানি নে— মহা মুশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাকলে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়।

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে— সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল— আমার স্মরণশক্তি ততদূর পৌঁছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার জো নেই, সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পুরুত-ভাট সে সমস্ত ভুলে গেছি।

ভূপতি। বাসরঘরে শ্যালীর কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই তো শ্যালীর কানমলা— মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাকলে তবু তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একটুখানি নিশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকিপয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদবিহারী। বাস্তবিক— বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে, কটি পাস আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভগ্নী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তার নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এ দিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মতো খুব খানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। খানিকটা চেঁচিয়ে বেসুরো গান গাইলেও একটু জমাট হত— (উচ্চৈঃস্বরে) "আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আরে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পড়ি ভাই, থাম্ ; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে— কোনোরকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এসো তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক— হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন। আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর শুটি দুই-তিন সহোদরা তা হলে কোকিলকণ্ঠের উলু শুনে আজ কান জুড়িয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার দুটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত।

ভূপতি। বিনোদ, তবে ওঠো, সময় হল।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন! জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু, তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

সকলে উলুর চেষ্টা। নেপথ্যে উলু ও শঙ্খ -ধ্বনি

নিমাই। ঐ-যে উলুর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একটুখানি বিয়ের সুর লাগল। নইলে কতকগুলো মিন্‌সেয় মিলে যেরকম বেসুরো লাগিয়েছিলে, বরযাত্রা কি গঙ্গাযাত্রা কিছু বোঝবার জো ছিল না।

[সকলের প্রস্থান

ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দুমতী। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন। তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্দুমতী। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দুমতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাবু এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ঐ ভুলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খুলিয়া) ও মা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ-মরণ! সে পোড়ারমুখী আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ইস! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখছি! এত বেশি ভাবনায় কাজ কী! আমি যদি পোড়াকপালী কাদম্বিনী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই— কোথাকার কাদম্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলে নি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা-হা-হা-হা! অবলে সরলে! কোন্ এক বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালামুখ দেখিয়ে দিয়েছিল, এক তিল লজ্জাও করে নি। বাস্তবিক, পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল— হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়।

এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব— কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ যে আমারই কথা! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

[নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে— বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, সে-সব যেন ইস্কুলের বই— এমন সত্যিকার না। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ও মা!

[মুখ আচ্ছাদন

নিমাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম— (ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন) জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক— কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিবাহসভা

লোকারণ্য। শঙ্খ হুলুধ্বনি। সানাই

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়।

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কিনা দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে সেগুলো রাখি কোথায়।

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন। কাজকর্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভৃত্য। আসন এসেছে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্‌ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি। বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েছে দেখছি— আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পই পই করে বললুম, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে-সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বাসর ঘর

বিনোদবিহারী। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ

সম্মুখবর্তী পথ দিয়া আহারার্থী বরযাত্রগণ যাতায়াত করিতেছে

ইন্দুমতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটল!

বিনোদবিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিস ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথাও কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কী কল ঘুরিয়ে দিলি লো!

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর-এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক।

(মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর্‌-না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

ইন্দুমতী। কী বল ঠাকুরজামাই, তবে আর-এক বার দম দিয়ে নিই।

কমলমুখী। (মৃদুস্বরে) ইন্দু, তুই আর জ্বালাস নে ভাই— একটু থাম্‌।

ইন্দুমতী। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে কেন। তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচি নে। হ্যাঁ লো, এরই মধ্যে ওর কানের 'পরে তোর এত দরদ হয়েছে! তা ভাবিস নে ভাবিস নে— আমরা ওর দুটো কান কেটে নিচ্ছি নে, নিদেন একটা তোর জন্যে রেখে দেব।

চন্দ্রকান্ত। (জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন— সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

দ্বিতীয়া। ও মিন্‌সে আবার কে ভাই!

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।— ওগো, মশায়, তোমার বিনুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না। উনি বেশ সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফুটেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যে আজ্ঞে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিকতে পারব।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী। না ভাই, এখানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা— বাইরে ঐ দরজাটা দিয়ে আসি।

[উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উঁকি মেরে বিনুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

[ইন্দুমতীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

ইন্দুমতী। আপনারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েন নি।

নিমাই। সেজন্যে আমি কিছু ব্যস্ত হই নি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্দুমতী। হারাবার মতো জিনিস যেখানে-সেখানে ফেলে রাখেন কেন।

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা সাবধান হতে শিখি নি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দুমতী। খাতা? হিসেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্‌।

ইন্দুমতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি করছি তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে।

[দ্রুত দ্বার রোধ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

নিমাই

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে— ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা-জানলা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন।

পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্ রাখ্। (পালকি হইতে অবতরণ) বেটার তবু হুঁশ নেই! দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না! যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হল কী। খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোসো, এবারে ওকে জব্দ করছি— বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর-ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্ দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

নিমাই। কী সর্বনাশ! এ-যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্ দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরের আর-কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে একসেসাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একসেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালকিতে। যা এখনি কালেজ যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন।

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি— এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না—তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—

নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না—তুই ওঠ্ পালকিতে।

নিমাই। কী করি—পালকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

[পালকি-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

[পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

[প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে, যেন আমিই এ-সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপুরে ফিনফিনে জগৎ— কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়ে-থাওয়া করিস নে।

নিমাই। কেন বলো দেখি— তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন।

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

নিমাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম। একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই? একবার ভেবে দেখ্ দেখি ভাই—একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পরদিন সকালবেলা উঠে কিনা তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেইজন্য তো ভাই, গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মুখদর্শন করছি নে। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশছি নে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবু না! তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

নিমাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে— শিগগির আমার একটি সদ্গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস নে। ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুটি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহস্তে নিয়েছি, আর-একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে।

নিমাই। কিচ্ছু ভেব না ভাই। এবার যা করবে তাতে তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চন্দ্রকান্ত। ভালা মোর দাদা! এ বেশ কথা বলেছিস ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম। এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[প্রস্থান

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ-সমস্তই কেবল তোদের জন্যে। না, আমি আর তোদের কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখছি নে। তোরা পাঁচজনে এসে জুটিস, আমিও ছেলেমানুষদের সঙ্গে মিশে যা মুখে আসে তাই বকি, আর এই-সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্ত্রীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব তো তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কী এমন পরমার্থ লাভ হবে বল দেখি। না, তোদের কারও সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছি নে।

বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কী করব চন্দরদা। আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী। মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে? তুই কি কাঠের পুতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কখনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে—

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই তোমা বৈ আর জানি নে।

আমি কিন্তু বিনু, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নলিন, একটু থাম্ তুই— এই বড়ো দুঃখের সময় আর হাসাস নে। চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না করাটাই যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিনুর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জ্বালাস নে নলিন। বুঝেছ চন্দরদা, যা কিছু মনে করবার তা করেছি— তাকে আমি চোখ বুজে পরী অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাই নে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী, আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি— বই থেকে কিছু পাই নে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে খেলে— নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, সে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যাবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়ি-ভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এসে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে-চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর-কোথাও ভালো করে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ করছ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

নলিনাক্ষ। বিনু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদবিহারী। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছি নে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের। ওর বিস্তর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দুধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম— কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না— আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস পুষতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফুলবাবু তা জানতুম না— কী করেই বা জানব, ওঁর সঙ্গে আমার কখনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মলিন, কুৎসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না— বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হ্যাঁহ্যা করে

বেড়াচ্ছে— তাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই— জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছি নে, আমার কোনো জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য-উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দু-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোখ পড়ছে তক তক ঝক ঝক করছে— সে হলে একরকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি। যা বলিস ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন-কি, সেইজন্যে মনু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙার বাসাটা ঢেকে ফেলতে পারতুম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না— কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে। আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শখ যায়। এই তো ভাই, আমার যেরকম স্বভাব তা খুলে বললুম, খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়— কিন্তু উঁচু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্তু ভুল বুঝো না।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক, এখন কর্তব্য কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না! তুমি সব পার। যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আসি, তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগতে পারব। বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে— কাল তোমার বাসায় একবার যাওয়া যাবে। [প্রস্থান

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিনু, আমরা দুজনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাই গে।

বিনোদবিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ওরকম মন খারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে যথেষ্ট অসুখ আছে তার পরে আবার—

বিনোদবিহারী। বন্ধু লাগলে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ। কী করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নলিন, তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিস নে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁপ ছাড়তে দিস।

নলিনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ।

বিনোদবিহারী। বাড়ি যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করছি কিছুদিন তোমার সঙ্গে একত্র থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আনছি— নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও— আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নলিন।

নলিনাক্ষ। আর এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের অন্তঃপুর

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দুমতী। না, তা কিছু নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নি— ওঁর মহত্ত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়! দিদি, এই কদিনে তোর বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাস আমাদের বিনোদবাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কমলমুখী। তুই ভাই, সব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলিস, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভালো করে ভেবে দেখ্ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমুক লোকটাকে ভালোবাসবে, সে যদি অমনি তক্‌খনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালোবাসার মন্তর হত তা হলে খেমাপিসির এমন দুর্দশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেঁদে মরছেন কেন।

ইন্দুমতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালোবাসার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রাত্তিরে তোর এত ভালোবাসা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বল্ দেখি।

কমলমুখী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মানুষকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত সুখদুঃখের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর-সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ দুর্বলতা আবরণ করে রেখে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্মকাল এবং জন্মাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দুমতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাবুর হয় না কেন।

কমলমুখী। তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিস নে, মার কোলে ছেলেটি হবামাত্রই সে কালোই হোক আর সুন্দরই হোক তাকে সেই মুহূর্ত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না— তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে-স্বামীই জোটে তক্‌খনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেঁকে

কী করে। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দুমতী। ইস ! কী সব নবাব ! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে কম্বব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমলমুখী। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, নাহয় নিমে গয়লা নাই হল— পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমলমুখী। তা, তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্যি তাকে ভালোবাসবি।—

ইন্দুমতী। কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই-নিমাই করে খেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই ! তোরা ঐ রকম করিস বলেই তো পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে কী ? যেমন মূর্তি তেমনি স্বভাব ! সাধে তাদের পায়া ভারী হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না। তুই হাসছিস দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিলুম। আমাদের কিসের অভাব ছিল। মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগুন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন। আচ্ছা, মনে কর্-না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গোঁফদাড়ি তেমন পারবে না।

কমলমুখী। আসলে জানিস ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের সর্বদা সামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয়, যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিসের দরকার, ওদের মস্ত শরীর, মস্ত খিদে, মস্ত আবদার। আমাদের সব তাতেই চলে যায়, ওদের একটু-কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জোর নেই— ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেইজন্যেই তো ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী— তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলমুখী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না ; আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দুমতী। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্— এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না— আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে— ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে এই-সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়। তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার সে বয়স হয়

নি, কিন্তু সুবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দুমতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস।

কমলমুখী। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলমুখী। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমলমুখী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দুমতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমলমুখী। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দুমতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি।

কমলমুখী। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

নিমাইয়ের ঘর

নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই বুড়োবয়েসে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল।

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বৈ তো নয়। রাস্তার মুটেমজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল?

নিমাই। আপনি তো সব শুনেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে নাহয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে।

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী। আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত। পড়েছিস ভালোমানুষের হাতে—

নিমাই। শুনেছি আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে বলে বটে!— সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস।

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব।

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?

নিমাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কি! আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদবিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটু একটু আশা হয়— একবার কোনো সুযোগে মনটি জোগাড় করতে পারলে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, স্ত্রীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষমানুষ জন্মগরিব— সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা! শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে, চারি দিক ঝলসে দেবে— কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারও চোখে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্যে দিনরাত্রি মজুরি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা যে এত বেশি খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্যে হয় নি বলে— পাছে ওঁদেরও খাটতে হয়, সেইজন্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্যেই একলা খেটে দিতে হয়— এইজন্যেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত— খাটুনির মতো এমন আর-কিছু তাকে শোভা পায় না। রানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্যেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই।

ঘোমটা পরিয়া কমলমুখীর প্রবেশ

যা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।— আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমলমুখী। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদবিহারী। কিছু কিছু শুনেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমলমুখী। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই— বিবাহ করি নি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন— পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনোদবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্যে ডেকেছেন, অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মানুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যেরকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার সুবিধা হয়— নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধরে রাখবার সুযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমলমুখী। আমি পুরুষজাতকে ভালো চিনি নে, কাজেই সাহস পাই নে। যাই হোক, সংসারকার্যে পুরুষেরা যতই অনাবশ্যক হোক বিষয়কর্ম তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমলমুখী। না না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন— আপনাকে আমার বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করব— আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব— কারণ, এ পর্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিই নি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্তব্য যেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমলমুখী। না না, আপনি অতটা বেশি কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে যে, একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্বক আপনার হাতে তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারি নে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শূন্য অহংকারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম। আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মানুষ করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে— আমি—

কমলমুখী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি নে— আমার এ অতি সামান্য কাজ— এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী।

বিনোদবিহারী। কাজ যেমনই হোক-না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এজন্যে আপনাকে কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও একতিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমলমুখী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মস্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদবিহারী। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলমুখী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদবিহারী। নিবারণবাবু?

কমলমুখী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমলমুখী। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী। না, এরকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখি নি। কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেছেন। জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল— কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না। এই রকম স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুটি-চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে— যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাবুর সঙ্গে রানীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিবারণ ও কমলমুখী

কমলমুখী। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না— এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলমুখী। সেজন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশুনা হয় কী করে।

কমলমুখী। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলমুখী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেইসঙ্গে ললিতবাবুও আসবেন, তার পর একটা-কোনো উপায় বের করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমলমুখী। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই যে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝতে পারি নে— একটু পরিষ্কার করে খুলে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরূপ ধারণা হয় না।

বিনোদবিহারী। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে—

বিনোদবিহারী। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকিভাড়াটা লাগাবে।

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওখানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে— এখন অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদবিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায়-কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি নে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে দু বেলা খোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশুড়ি-ঠাকরুনের নাম করে যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না; কিন্তু ভাই, খিদের সময়ে আমি না খেয়ে থাকতে পারি নে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে আর-সমস্তই পাচ্ছ, নাহয় একটি বাকি রইল।

চন্দ্রকান্ত। না বিনু, তোরা ঠিক বুঝতে পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ঐ স্ত্রীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব, তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস ; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকান্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দু-দিন আমার দেখা পাস নি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল ? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল্— শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস। ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি।

ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলমুখী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলমুখী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে "ও হয় নি, ও হয় নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি।

ইন্দুমতী। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব।

কমলমুখী। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী।

কমলমুখী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদবিহারী। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা

আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারও কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমলমুখী। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদবিহারী। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমলমুখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদবিহারী। এখনই : (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমলমুখী। আপনার স্ত্রী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বলুন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন।

কমলমুখী। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদবিহারী। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমলমুখী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদবিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

[কমলের প্রস্থান

কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এ দিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না—আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কী যে করি ভেবে পাই নে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব-বাবু এসেছেন।

বিনোদবিহারী। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যান্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদবিহারী। একরকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে।

ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি। এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল?

ললিত। I admire your cheek বিনু। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব You'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দু ঘন্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দুমতী। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

কমলমুখী। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু।

ইন্দুমতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। তার পরে যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি, ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ মুখ দেখাব কী করে। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমলমুখী। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে বলছেন তাকে বিয়ে কর্। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাখার জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেছে।

ইন্দুমতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি যাই ভাই।

[প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল্ তো মা। ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, অপমান যা হবার তা হয়েছে।

কমলমুখী। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি— আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না— একটি যা হয়ে গেছে তারই অনুতাপ রাখবার জায়গা পাচ্ছি নে। তুমি মা, ইন্দুকে বলে কয়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো বড়ো ভালো হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওরা পরস্পরকে একবার দেখলে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়ো ভালো দেখতে— তাকে দর্শন মাত্রেই স্নেহ জন্মায়।

কমলমুখী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমলমুখী। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমলমুখী। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখতে হবে।

ইন্দুমতী। কী বল্-না ভাই।

কমলমুখী। একবার নিমাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্।

ইন্দুমতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে।

কমলমুখী। দেখ্ ইন্দু, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে তো বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিস নে— তুই যা মনে করিস ভাই, পুরুষমানুষ নিতান্তই বাঘভাল্লুকের জাত নয়— বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ। একবার পোষ মানলে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাসি পায়। পুরুষমানুষের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিস নি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্-না।

ইন্দুমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিস কেন দিদি। আমি কি পুরুষমানুষের দুয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি। তারা খুব ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাই নে।

কমলমুখী। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে কোনো বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দুমতী। রাখব ভাই— তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমলমুখী। তবে চল্, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস নে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিমাই

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে; কিন্তু কারও অনুরোধে তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দুমতী। এ কী! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্য যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ একপক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দুমতী। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দুমতী। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে।

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দুমতী। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন।

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্দুমতী। আমি আদেশ করছি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখবেন তখন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

নিমাই। যে দুটো আদেশ করলেন ও দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দুমতী। আচ্ছা ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

নিমাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন। চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দুমতী। না, সে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে

ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দুমতী। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু বেলা বাপান্ত করেছেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিংবা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে

আহা সে কেমন হত!

ইন্দুমতী। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন— এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম।

[প্রস্থানোদ্যম

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—— আপনার একটা সুবিধে আছে, আপনাকে আর সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্তর মেনে চলে— যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা— তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবীসুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নিমাই। কেন বাবা।

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

নিমাই। কারা।

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেখে না-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস তা তো জানতুম না ; তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম, যেন আমারই কন্যেদায় হয়েছে— তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা আমি বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম— যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কিনা, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত খ্যাপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুষ্মাণ্ডের মতো হঠাৎ এতবড়ো তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাস নেই, এখন থাক্— অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

কমলমুখী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দুমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমলমুখী। এখন পুরুষজাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্দুমতী। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমলমুখী। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে।

ইন্দুমতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমলমুখী। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দুমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে— বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর, নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই— বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মতো।

কমলমুখী। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও-নাম তো মানাবে না।

ইন্দুমতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমলমুখী। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি।— তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দুমতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না— আমার ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো— আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

কমলমুখী। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দুমতী। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমলমুখী। সে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্‌ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দুমতী। ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

কমলমুখী। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদবিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমলমুখী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কী রকম আচারব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, এক দিকে উদার সহৃদয়তা আর-এক দিকে উজ্জ্বল বুদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলমুখী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলমুখী। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমলমুখী। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদবিহারী। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমলমুখী। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে, তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদবিহারী। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্বে সে কথা ভালো বুঝতে পারতুম না— কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম; মনটা প্রতিমুহূর্তে অসুখী হতে লাগল। সেইজন্যেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অনুগ্রহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অনুভব করি— তাঁকে আনবার অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি আসছেন না। অবশ্য, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি!

কমলমুখী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদবিহারী। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমলমুখী। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব। তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমলমুখী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন।

কমলমুখী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপন থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ারমুখ দেখতে চান তো দেখুন।

[মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদবিহারী। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। মাপ করিস নে দিদি। আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দুমতী। দেখেছিস ভাই, কতবড়ো নির্লজ্জ। এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওদের একটু আদর দিয়েছিস কি আর ওদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমত শাসন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্য মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

কমলমুখী। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদবিহারীর প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য। তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দুমতী। সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামিরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে।

ইন্দুমতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ!

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। দুদিন সেখানে থাকতে পাব না। যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দুমতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এসো, ঐ ঘর থেকে দেখা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

ঘর

শিবচরণ নিমাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বল দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাবুর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

নিবারণ। এসো। [নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কী।

চন্দ্রকান্ত। (দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা, বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশো বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো— আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু রোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বল কী, নিবারণবাবু—

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে চলো। সকল গোরুগুলিই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও যাই

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্তমণি। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দুজনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', অতএব এ স্থলে আমার অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু।

বিনোদবিহারী। সে আর কী বলব দাদা।

চন্দ্রকান্ত। নিমাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল— কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিনু, এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল— তুমি তো ভাই সুখী হলে—

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে ওকে আর লজ্জা দিস নে নলিন, সে ওর দোষ নয়। সুখী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন-কি, প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতান্ত ওকে কানে ধরে সুখী করে দিলেন। সেজন্যে ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেখ্ নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাস নে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগৎটাকে শখের মরুভূমি করে রাখিস নে।

চন্দ্রকান্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন, জীবনে আর কখনো ঘটকালি করব না— আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনই ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনই?

চন্দ্রকান্ত। হাঁ এখনই। একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খুলে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কী রকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন, আমার গা ছুঁয়ে বল্ দেখি তুই বিয়ে করবি।

নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিনু, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন্ অনুরোধটা রাখি নি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা খোঁজ করো। একটি সৎকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে— খাদ্যের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসারসমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি— একে একে তোদের দুটিকে আইবুড়ো-কূল থেকে বিবাহ-কূলে পার করে দিয়েছি— মিস্টার চাটুজ্জেকেও একহাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদবিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও।

নলিনাক্ষ। বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি তোমার সঙ্গে আমার রুচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক। ও দিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই ম্লান হয়ে আসছেন।

চন্দ্রকান্ত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা— বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

গান। প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

গ্রন্থপরিচয়

গোড়ায় গলদ ১২৯৯ সালের ৩১ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে ইহা 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র প্রহসন খণ্ডের অন্তর্গত হয়। বহু কাল পরে গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত হইয়া 'শেষ রক্ষা' (১৩৩৫) নামে প্রকাশিত হয়। তদবধি আর স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় না। বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের (সুলভ দ্বিতীয়) অন্তর্ভুক্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাস কোর্সে (তৃতীয় পত্র)
পাঠ্যগ্রন্থসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পুনর্মুদ্রিত